# আছি আমরা আছি

বনানী মুখোপাধ্যায়
এফ ই-৪৪২

## নাটক

(প্রারম্ভিক আবহসংগীত। দূরে কোথাও ঢাক বাজছে।)

মা : নমস্তে শরণ্যে শিবে শানুকম্পে,
নমস্তে জগৎব্যাপিকে বিশ্বরূপে,
নমস্তে জগৎবন্দো পাদারবিন্দে,
নমস্তে জগৎতারিণী ত্রাত্রি দুর্গে।

নয়ন : (দূর থেকে) মা? ও মা? তুমি কোথায়? তোমার চা এনেছি যে।

মা : একি? তুই কেন চা করতে গেলি? আমিই তো যাচ্ছিলাম চা করতে। ও তোকে নিয়ে আর পারি না। একদিন পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড বাঁধাবি।

নয়ন : কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হবে না আমার। তিন বছর হয়ে গেছে মা। এখন আর আমার কোন অসুবিধে হয় না। ...নাও, চা নাও। ...মা?

মা : উঁ?

নয়ন : বলছি ভোর কি হয়ে গেছে?

মা : হ্যাঁ। হয়ে গেছে।

নয়ন : ঢাকের শব্দ আসছে। তাই না মা?

মা : হ্যাঁ, আজ যে ষষ্ঠী।

নয়ন : তাই! তাই ঢাকের শব্দ আসছে। তা এই ষষ্ঠীর সকালটা কেমন মা? সূর্যি ঠাকুর কি ঘুম থেকে উঠেছেন? না উঠি উঠি করছেন?

মা : উঠি উঠি করছেন। কালো রাতের কালিমা ধুয়ে ফেলে তিনি এখন সে পোষাক পরেছেন।

নয়ন : উঃ, কি সুন্দর বললে মা। কালো রাতের কালিমা—মা? মা তুমি কাঁদছ কেন?

মা : তোর অন্ধকারের কালিমা কবে ধুয়ে যাবে রে নয়ন?

নয়ন : যাবে মা যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, তুমি আর কেঁদো না তো। বচ্ছরকার দিনে কেউ কাঁদে? হাসো, হাসো বলছি।

মা : তুই কি করে সব সময় এত হেসে থাকিস বুড়ি? কি করে?

নয়ন : ওমা, হাসব না? তুমিই তো আমায় ছোট বেলায় সবসময় বলতে আমার নয়নমণি, আমার বুড়িমা, কখনো কাঁদবে না, সব সময় হাসবে। বলতে না? তাই তো আমি সবসময় হেসে থাকি।

মা : কিন্তু আমি? আমি তো পারি না রে নয়ন।

নয়ন : তা বললে তো আর চলবে না। হাসতে হবেই। আমার চোখ নেই, তা সত্ত্বেও আমি হাসছি আর তোমার অত সুন্দর দুটো চোখ নিয়ে তুমি কাঁদছো? ব্যাড! ভেরি ব্যাড... যাও, এবার যাওতো, চান করে নাও। নতুন কাপড় পড়বে কিন্তু, দাদার দেয়াটা। ...তুমি যাও, আমি ততক্ষণ বিছানাটা ঠিক করি!... (গুন গুন করে) মা যেন কি। খালি দুঃখ দুঃখ আর দুঃখ। সবসময় অত দুঃখী হলে চলে? আরে বাবা, আমার ভাগ্যে আমি অন্ধ হয়েছি এতে তোমার কি দোষ? তবে এ কথা ঠিক, তিনবছর আগে অ্যাক্সিডেন্ট-এ যখন মাথায় চোট পেয়েছিলাম তখন যদি মরে যেতাম তাহলে আজ আর মায়ের এতটা কষ্ট হতো না। দাদা, বউদি আর বাচ্চাটাকে নিয়ে এতদিনে সব ভুলে যেতো। ভাগ্যি আমার

বাবা নেই, তা নাহলে আমাকে এভাবে দেখলে বড্ড কষ্ট হতো বাবার।
মা : (দূর থেকে) নয়ন? আমার হয়ে গেছে। তুই আয়।
নয়ন : যা-ই। (গুন গুন করে) আচ্ছা, আজকে হঠাৎ আমার এত গান গাইতে ইচ্ছে করছে কেন? তিনবছর তো ওসব পাট চুকে গেছে, তাহলে? ইচ্ছে যখন করছে তখন গাই?
এ দিন আজি কোন ঘরে
খুলে দিন দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল করা?
মা : এ কি রে? নয়ন? তুই গান গাইছিস? কি ব্যাপার?
নয়ন : কি জানি, আজ হঠাৎ খুব ইচ্ছে করছে গান গাইতে। মনে হচ্ছে আজ নিশ্চয়ই ভাল কিছু হবে। হয়তো এমন কেউ আসবে যাকে আমি খুব ভালবাসি, অথবা কোন ভাল খবর আসবে। তা না হলে হঠাৎ এতদিন পর এই গানটাই বা গুনগুন করছি কেন? বলো?
মা : তাই যেন হয়? যেন ভাল খবরই আসে।
নয়ন : মা? তোমার হাতে কি শিউলি ফুল! কি দারুণ গন্ধ। আচ্ছা মা, শিউলি গাছটা কি খুব বড় হয়েছে?
মা : হ্যাঁ খুব বড় হয়েছে দোতালা অবধি উঠে গেছে।
নয়ন : ওমা তাই? খুব সুন্দর লাগছে, তাই না মা?
মা : হ্যাঁ। খুব সুন্দর লাগছে।
নয়ন : আমি আর বাবা পুঁতেছিলাম। তুমি বলেছিলে দরকার নেই শিউলিতে। বড্ড শোঁয়া পোকা হয়। দেখেছো তো এখন কত সুন্দর হয়েছে। ...মা? আমি আর ফুল তুলে দিতে পারি না বলে তুমি রাগ করো না তো?
মা : দুর পাগলি! আমি কি কখনো তোর ওপর রাগ করেছি?
নয়ন : ঐ জন্যেই তো তোমায় আমি লক্ষ্মী মেয়ে বলি। ...আচ্ছা মা, বাবার আর তোমার ছবিটা কি ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে সরিয়ে রেখেছো?
মা : হ্যাঁ, দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি!
নয়ন : ভাল করেছো। ...ছবিটা কি সুন্দর তাই না মা? সমুদ্রের ধারে ভোর বেলায় তুমি আর বাবা ঝিনুক কুড়োচ্ছো। কি সুন্দর যে তোমায় দেখাচ্ছে। প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে... মা দুগ্গার মত দেখাচ্ছে—
মা: মা দুগ্গা না আর কিছু! মানুষ কে কি ভগবানের মত দেখতে হয় নাকি?
নয়ন : হ্যাঁ হয়। তুমি যখন পুজোর অষ্টমির দিন লালপাড় শাড়ি পরে, কপালে বড় টিপ লাগিয়ে। চুল এলো করে পুজো দিতে তখন তোমায় ঠিক মা দুগ্গার মত লাগতো। প্রসূন বলেছিল ছবিটা বড় করে ল্যামিনেট করে দেবে।
মা : ওর কথা আবার কেন নয়ন? ঐ নিষ্ঠুর মানুষটা তো পুরো চ্যাপ্টারটাই ক্লোজ করে দিয়েছে।
নয়ন : ঠিক বলেছো মা, সমস্ত চ্যাপ্টারটাই ক্লোজ। জানো মা, আমার অ্যাক্সিডেন্ট এরপর প্রসূন যখন বললো—ওর মা বলেছেন একটা অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করার মত ভুল যেন ও না করে, তখন-তখন আমার নিজেকে এত হেল্পলেস মনে হয়েছিল। আমি বলেছিলাম—প্রসূন, আজ যদি তুমি অন্ধ হয়ে যেতে তাহলে, আমি কিন্তু তোমায় ছাড়তাম না, তখন আমাকেই তোমার প্রয়োজন হত সব থেকে বেশি—
মা : থাক না নয়ন। এখন ওসব কথা থাক।
নয়ন : সেই ভাল, পাস্ট ইজ পাস্ট। দরকার নেই ওসব কথার।

মা : তুই যা তো চান করে আয়। আমি কাপড় বের করে রেখেছি। নতুন কাপড়।
নয়ন : জানি জানি, বউদি যেটা দিয়েছে সেটা তো বার বার করে বলেছে ষষ্ঠীর দিন ওটা পড়তে, না পড়লে রক্ষে আছে? ...মা, আজকে বিকেলে আমাকে একবার প্যান্ডেলে নিয়ে যাবে? ষষ্ঠীর দিন তো বেশি ভিড় হয় না, যাবে?
মা : নিশ্চয়ই যাব। এখন তুই যাতো। আমি রান্না করতে যাব।
নয়ন : ও বাবা। আজ তো ষষ্ঠী। আজ লুচি!
মা : ফুলকপির ডালনা, ছোলার ডাল, আর নারকোল গিয়ে চাটনি, ব্যস।
নয়ন : ও গ্র্যান্ড! মা, তুমি ডালটা বসাও, আমি এসে ফুলকপি আর আলু কেটে দেব। ...আঃ, চিন্তা কোর না মা, আমি এখন সব করতে পারি। আমি যাচ্ছি।
মা : কি করে? কি করে ও এতো হাসিমুখে থাকে? কই, আমি তো পারি না। যে মায়ের চোখের সামনে আঠাশ বছরের জ্বলজ্বলে মেয়ে অন্ধ হরে ঘুরে বেড়ায়, সেই মা হাসবে কেমন করে? ওর তো বাবা নেই, থাকলে তার সঙ্গে অন্ততঃ নিজের কষ্টটা শেয়ার করতে পারতাম, তবে ভগবানের অনেক দয়া যে তিনি আমাকে ছেলের বউটি বড় ভাল দিয়েছেন। বড় ভাল মেয়ে। নয়নকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। ওরা তো কিছুতেই পুরী যাবে না। নয়নই তো পাঠিয়েছে জোর করে। ...ও ঘরে ফোন বাজছে না? নয়ন? ...ফোনটা কি তুই ধরবি না আমি।
নয়ন : (দূর থেকে) আমি ধরছি—আমার হয়ে গেছে। —হ্যালো?
মা : ভাগ্যি বাড়িতে ফোন আছে। খানিকক্ষণ কথা বলে সময় কাটাতে পারে। আর টিভি? ও বলে—আমি টিভি দেখি না, শুনি।
নয়ন : মা? ও মা? বলেছিলাম না আজ ভাল খবর আসবে? ঠিক এসেছে।
মা : কি খবর রে?
নয়ন : আমি ঠিক জানতাম, তিনবছর পর যখন হঠাৎ আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে তখন আজ নিশ্চয়ই ভাল কিছু হবে। নিশ্চয়ই।
মা : আরে বাবা, কি খবর সেটা তো বলবি, কে ফোন করেছিলো?
নয়ন : শম্পা! শম্পা ফোন করেছিল।
মা : শম্পা? সে কে?
নয়ন : সে কি? তুমি শম্পাকে ভুলে গেছো? প্রসূনের বোন। মনে নেই?
মা : তার আবার এতদিন পর কি খবর দেয়ার আছে?
নয়ন : বাঃ, প্রসূনের মেয়ে হয়েছে না? কাল, নর্থল্যান্ড-এ। খুব নাকি সুন্দর হয়েছে। হবে না? ওর বউ যে ভীষণ সুন্দর। খুব ভাল দেখাত। ...কি? বলেছিলাম না ভাল খবর আসবে? ঠিক এলো তো।
মা : এটা ভাল খবর? প্রসূনের মেয়ে হয়েছে এটা তোর কাছে ভাল খবর?
নয়ন : ভাল নয়...? ঐ বাচ্ছাটা আমার কাছেই আসতে চেয়েছিল মা, ওকে তো কতদিন ধরে আমি বুকের ভেতর রেখে দিয়েছিলাম। ওযে আমার স্বপ্ন হয়ে ছিল এতদিন। কিন্তু, ঐ মেয়েটা, ঐ ভীষণ সুন্দর মেয়েটা ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল গো মা।
মা : নয়ন?
নয়ন : আজ বিকেলে আমায় একটু নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে মা? আমি, আমি শুধু ওকে একটি বার ছোঁব। আমি তো ওকে দেখতে পাবে না, শুধু একটু ছোঁব। প্লিজ মা, আমার এই একটা রিকোয়েস্ট তুমি রাখো। ...নিয়ে যাবে তো মা? রাখবে তো আমার কথা? মা?

মা : নিশ্চয়ই রাখবো। আমার নয়নমণি, আমার বুড়িমার একটা রিকোয়েস্ট আমি রাখবো না তাই কি হয়? ...বিকেলে তোকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাব মা। ছোটবেলার মত হাতটা ধরে আমি তোকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব নার্সিংহোমে... তারপর—

নয়ন : তারপর বাড়ি ফিরে এসে, অন্ধকার ঘরে, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে আমি খুব কাঁদবো। যে কান্না এতদিন আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেই কান্না আজ আমি প্রাণভরে কাঁদবো... কাঁদতে দেবে তো মা? কাঁদতে দেবে তো আমায়? আমায় বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে থাকবে তো মা?

মা : থাকবো মা, নিশ্চয়ই থাকবো, তোকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরবো আর বলবো— শোন, আমার বুড়িমার মত যত বুড়িমা আছে, তোমরা শোন, তোমাদের বাবা মা তোমাদের বুকের ভেতর আগলে রাখবে বলে—দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা কেঁদো না মা, আমরা আছি। আমরা চিরদিন থাকবো। কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই। আমরা আছি।

---

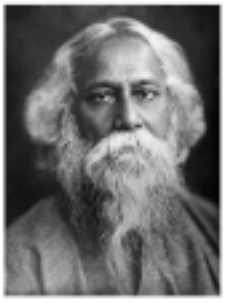

"তুমি যদি দুখ পরে রাখো কর স্নেহভরে
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর।
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর।।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# দ্বিরাগমন

কাকলী পাল
এফ ই-১৮৬

নাটক

(সুদৃশ্য ড্রয়ংরুম। রেকর্ডার চলছে। ঘর গোছাতে গোছাতে গান গাইছে স্নিগ্ধা। অগোছালো বেশবাস। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ)

স্নিগ্ধা— 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়...
...কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।' (গান)
(রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে)

কোথায় এখন আছে কে জানে। কি ভেবেছে নিজেকে? তিনদিন ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। ল্যান্ডলাইন, মোবাইল যে কোন একটা জায়গায় ফোন করলেই হয়। আমিও যোগাযোগ করব না। আমিও যথেষ্ট ব্যস্ত। আজ অফিস যাই নি তাতে কী? ঘরেও যথেষ্ট কাজ পরে আছে, infact তাই office যাইনি। আজ নিশ্চই একটা ফোন করবে। মোবাইলটা মনে হচ্ছে খারাপ হয়েছে। হবে না! যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে। গেম খেলবে... সবকিছুই তো আর স্নিগ্ধা নয়। না তাই বা বলি কি করে আর। অযত্ন করলে কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। অবশ্য মোবাইলটার বয়সও হয়েছিল। প্রায় চার বছর হতে চললো। আমিই কিনে দিয়েছিলাম জন্মদিনে। যেখানে সেখানে ফেলে রাখতো। মনে হোত আমি দিয়েছি বলেই এত অশ্রদ্ধা। আমার মোবাইলটাও একই সঙ্গে কেনা। বেশিক্ষণ চার্জ থাকছে না। কল আসছে না অথচ মিস্‌ড্ কল হয়ে যাচ্ছে। কি যে করি। আচ্ছা হয়তো ফোন করেছে আমার মোবাইলে, পায়নি। তাও হতে পারে... মোটেই না, তাহলে আবার করতো। মানে করা উচিত ছিল। মানে রবিবার যখন ফোন করেছিল তখন তো শুনল আমার জ্বর হয়েছিল। তারপর তো রোজ দুবেলা ফোন করার কথা। মানে তাইতো করে...। আসলে আমার যে খুব জ্বর হয়েছিল তা নয় তবুও কেন বললাম? ঠিক বুঝতে পেরেছে! অফিসে কারোর থেকে খোঁজ নেয়নি তো? তাই বা কি করে হবে? ওরা তো তাহলে নিশ্চই আমায় বলতো। একটা ফোন আমিই কি করবো? না বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাবে ওকে। কখনোই করবো না। Case চলছে। দু পক্ষের উকিলই রেগে যাবে। ও তো ফোন করে ছেলের খোঁজ নিতে। আমি কি করতে ফোন করবো? ইস্ কি সব ফালতু চিন্তা করছি। কত কাজ পরে আছে। জামাকাপড়গুলো Washing machine এ দিয়ে দিই। আজ সব কাজ সেরে ফেলবো। কত কাজ যে পরে আছে। অফিসটা কামাই না করলে কিছুতেই সব কাজ সারতে পারতাম না।

(টেলিফোন বেজে উঠল, ছুটে গিয়ে ফোন ধরল স্নিগ্ধা)

হ্যালো! হ্যালো! কে অনুপম। কি হয়েছিল তোমার। ফোন করছ না কেন? কে? ও লিসা। নারে আজ অফিস যাবো না। বাড়ীতে প্রচুর কাজ পরে আছে। সংসারটা এত অগোছালো হয়ে আছে। একদিন C.L. না নিলেই চলছিল না। —না না—অনুপমের ফোন করার কথা নয়। এমনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ধ্যাৎ, তোরা না—! তোর সাথে দেখা হয়েছিল? কবে? মঙ্গলবার? বাইরে যাচ্ছে? কই আমায় রবিবার কিছু বলেনি তো, না—বলতে বাধ্য নয় তা জানি তবে রবিবার ফোন করে আমার সারা সপ্তাহের শিডিউল জেনে নেয় কিনা। আর নিজেরটা জানাবে না এটা কেমন কথা বল? রবিবার সানি ছিল না। ওর মাসীর বাড়ী গিয়েছিল—ওকে

আগের রবিবার বলেছিলাম তো। ভুলেই ফোন করেছিল নইলে কি আমার জন্য ফোন করবে এক সপ্তাহ সানি থাকবে না আর ফোনও করবে না। আর সানিকে যেতে দেব না কোথাও। পড়া নেই, শোনা নেই, খালি এর ওর বাড়ী। হ্যাঁ ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। পরের রবিবার আসবে। ছেলেও ফোন করে না একটা। সবকটা অকৃতজ্ঞ। Family র দোষ। যাক গে কাল অফিস যাচ্ছি—দেখা হবে—রাখছি রে—

(ফোন রেখে দেয়)

কি বললো লিসা, অফিস ট্যুর, ভুবনেশ্বর। সব বাজে কথা, আবার ঐ অফিসের মেয়েটার সঙ্গে কোথাও গেছে। জানি না যেন আমি, বুঝি না কিছু। রাগে আমার গা জ্বলছে। মেয়েটা সামনে দেখাতো কত ভালমানুষ। —বৌদি—বৌদি—ন্যাকামো। একদিনও ভাল করে কথা বলিনি। ঘুম থেকে উঠে ওর ফোন রাতে শুতে যাবার আগে ওর ফোন। গোটা একবছর সহ্য করেছি। তারপর আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত। এই বেশ ভাল আছি বাবা—নিজের মত আছি। কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। ও—ও ওর মত আছে। যা খুশি করুক আমি তো আর দেখতে যাচ্ছি না। ভুবনেশ্বর গেছে। ভাই-বোন বলে কথা— নিশ্চই একসঙ্গে গেছে। ছেলে বড় হলে সব বুঝতে পারবে তখন কি জবাব দেবে কে জানে? আবার ছেলেকে নিয়েও ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ী যাওয়া হয়েছিল। ছিঃ ছিঃ। তুমি তো আমায় ছেড়ে দিচ্ছ, তিনি তাঁর স্বামীকে ছেড়ে তোমার কাছে আসবেন কি? আসবে না। লিখে দিচ্ছি আমি। মেয়েরা অত বোকা নয় যে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে অন্য পুরুষকে ভরসা করবে তুমিই শুধু শুধু তোমার সংসারটা নষ্ট করলে। যা খুশি করো আমার কি? আমি তো ভাল আছি। রোজ ঐ অশান্তি, ঝগড়া-ঝাটি আর নেই। কখন বাড়ি ফিরবে বলে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা নেই। ফিরেই এক গাদা ফোন-কল রিসিভ করবে আর অত রাত্রি অব্দি আমি না খেয়ে বসে থাকবো। বাপরে কি বাঁচা যে বেঁচে গিয়েছি। ...আচ্ছা কত রাতে ফেরো তুমি এখন? ফেরার পর তোমার কাজের লোকটা খাবারগুলো গরম করে দেয় তো? না দিলে নিজেও তো একটু microoven এ গরম করে নিতে পারো। ওসব তুমি কিছুই করবে না সেও আমি জানি। ...জানো... তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে পারি না বলে তোমার ফেভারিট ডিশগুলো আমি আর খাই না। কি করবো বল! অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারলাম না। তুমি ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা আমার কাছে স্বীকারও করলে না কোনদিন। ভাল খারাপ যা কিছু হোক সত্যের মুখোমুখি হবার ক্ষমতা আমার ছিল অনুপম। তুমি স্বীকার করলে আমি হয়তো থেকেও যেতে পারতাম। ...পারতাম কি? কে জানে? কিন্তু তুমি বারবার অস্বীকার করলে। বারবার ধরা পড়লে তাও অস্বীকার। অসততা আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকতে আমার ভালই লাগত। তুমি মানুষটা খুব ভাল ছিলে আমি এটা এখনও মানি। তোমার খোলা পিঠটা দেখলে আমি... যাকগে।

অনুপম আমি তোমায় খুব miss করি। তিনবছর আগের জেদগুলো এখন আর নেই। কিন্তু অন্যায়টা সহ্য করতে পারবো না এখনও। আমি জানি সোনালীর সঙ্গে তোমার relation টা এখনও আছে। তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে কি বলে গেলে ওদের বাড়ী? ছেলেকে আবার পিসি বলতে শিখিয়েছেন ঐ মহিলা।

(মোবাইল বেজে উঠল)

Hello কে? Hospital? হ্যাঁ, আমিই স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী। কে? —অনুপম চ্যাটার্জী—হ্যাঁ— আমার — husband. Accident? —কোথায়— ভুবনেশ্বরে? —উনি কি একা ছিলেন? —একা! —সঙ্গে আর কেউ ছিল না আপনি sure? হ্যাঁ আমি দেখছি কিকরা যায়। ওর Office -এ খবর দিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ মিসেস সোনালী চৌধুরী। ওর P.A. ওকে খবর দিয়েছেন? আচ্ছা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি—রাখছি।

আমি এখন কী করি? অনুপম এটা কি হয়ে গেল? এর থেকে তুমি সোনালীর সঙ্গেই থাকতে কিন্তু সুস্থ থাকতে, ভাল থাকতে। বিশ্বাস করো আমি কখনো তোমার খারাপ চাই নি। কোনদিনও না। তুমি যদি সোনালীকে

নিয়ে ভাল থাকবে বলতে আমি নিজেই সরে যেতাম। কিন্তু তুমি স্বীকার করলে না কেন?
আমি একা এখন কী করবো? কোথায় যাবো?

(কলিংবেলের আওয়াজ) (উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয় স্নিগ্ধা।

ঘরে ঢোকে সোনালী। বছর ২৫ এর একটি মেয়ে, বিবাহিতা, কিভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারে না স্নিগ্ধা)

সোনালী—বৌদি, accident এর খবরটা শুনেছেন তো? এখুনিতো রওনা দিতে হয়। আপনি যাবেন তো?

স্নিগ্ধা — না আমি যাবো না। তুমি চলে যাও।

সোনালী—কি বলছেন বৌদি। ওখানে কত legal papers সই করতে হবে। আপনি না গেলে কি করে হবে?

স্নিগ্ধা — ও তুমি তাই আমায় নিতে এসেছ? ঠিকই তো আমাদের ডিভোর্সটাতো এখনও হয়নি, এখনও তো আমিই ওর legal wife। সইটা আমাকে করতে হবে না? বাদ বাকী সব দায়িত্ব তোমারই তো?

সোনালী—মানে? কি বলতে চাইছেন কি আপনি? আমার সম্পর্কে আপনি এত খারাপ ধারণা পোষণ করেন? আপনি দাদাকে চেনেন না? অমন দেবতার মত মানুষটাকে আপনি অবিশ্বাস করেন।

স্নিগ্ধা — দাদা। কার দাদা, তোমার—? তবু যদি না সব জানতাম। office এ তোমাদের সম্পর্ক নিয়ে কথা হয় না?

সোনালী—বৌদি। সব জায়গাতেই কিছু লোক আছে যারা ভাল দেখতে পারে না। খারাপ লোক খারাপ কথা বলবেই। তাই বলে আপনি দাদাকে... বৌদি দাদা আমাকে শুধু চাকরীটাই দেয় নি, আমার বাড়ীর সব দায়িত্ব দাদা নিয়েছেন। আমার বাবার চিকিৎসা, ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা, আমার বিয়ের ব্যবস্থাও দাদাই করেছেন। বিনিময়ে আমায় কি দিতে হয়েছে জানেন বৌদি...

স্নিগ্ধা — জানি, তোমায় আর বলতে হবে না...

সোনালী—না, আপনি কিছুই জানেন না। বিনিময়ে দাদা আমার থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন ভাইফোঁটার দিন একটা চন্দনের ফোঁটা। আমি অনেকবার দাদাকে জিগ্যেস করেছি আপনি আমাকে ঠিকভাবে নিয়েছেন কিনা? দাদা বারবার বলেছেন—হ্যাঁ, ও তোমাকে খুব ভালোবাসে। সানিকে নিয়ে দাদা আমার বাড়ী গেছেন। আমাকে জানতেও দেন নি আপনার অভিমানের কথা। তাহলে আমি নিজে আসতাম আপনার কাছে। আপনি যখন দাদাকে ছেড়ে চলে গেলেন তখন আমি জিগ্যেস করেছিলাম—দাদা আমি এর জন্যে দায়ী নই তো? দাদা আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—''দূর পাগলী, পৃথিবীর কেউ আমাদের সম্পর্কের মাঝে আসতেই পারে না। তুই চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'' আমি অপরাধী হয়ে থেকে গেলাম বৌদি। শুধু একটা ভাইফোঁটার দাম রাখতে আমার দাদাটা জীবনের তিনটে বছর এভাবে হারিয়ে ফেলল। আমাকে ক্ষমা করে দিন বৌদি।

আমি একদিনও বুঝতে পারিনি আপনার অভিমানের কারণ।

স্নিগ্ধা — (কান্নায় ভেঙে পড়ে) —তুমি কি বলছো সোনালী। ও আমায় অনেকবার বুঝিয়েছে তুমি ওর ছোট বোন কিন্তু আমার অবুঝ ভালবাসা, আগ্রাসী ভালবাসা কিছুতেই বিশ্বাস করতে দেয় নি সে সব কথা। আমি ওর সাথে অন্যায় করেছি সোনালী। আমায় নিয়ে যাবে তুমি অনুপমের কাছে? আমি এক্ষুনি যাবো।

সোনালী—যাবো বৌদি। আপনাকে নিয়ে যাবো বলেই এসেছি। আমার বর এক্ষুনি এসে পড়বে luggage নিয়ে, আপনিও ready হয়ে নিন। ওখানে থাকতেও হতে পারে, আমরা তিনজনে চলে যাবো। সানিকে ফোন করে নিন। ও তো মাসীর বাড়ী। তাড়াতাড়ি করুন বৌদি। দাদা হয়তো আপনার পথ চেয়েই অপেক্ষা করছেন। আপনাকে দেখলেই দাদা সুস্থ হয়ে যাবেন দেখবেন।

স্নিগ্ধা — দাঁড়া বোন, আমি এক্ষুনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। আমাকে ওর কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে। আমি পৌঁছলে দেখবি ও ঠিক আগের অনুপম হয়ে যাবে। যাবে না বল?

(রেকর্ডে গান বাজবে—''তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল...")।

---

''যেরকম শিক্ষা চলিতেছে, সেরেকম নহে।
সত্যিকারের কিছু শেখা চাই।
খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না।
যাহাতে চরিত্র গঠিত হয়, নিজের পায়ে নিজে
দাঁড়াইতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই"

—ভগিনী নিবেদিতা